দৈনিক সংবাদ • 000 ৩৮

তারিখ ... 21 MAR 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... ৫ ...

কিশোরীমোহন বালিকা বিদ্যালয় ১মাস ধরে বন্ধ ॥ প্রধান শিক্ষিকার কক্ষে তালা ঝুলছে

সিলেট, ১৮ই মার্চ (জেলা বার্তা পরিবেশক)।— স্থানীয় একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যক্রম ১ মাস ধরে বন্ধ। প্রধান শিক্ষিকার কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়ায় প্রশাসনিক কাজকর্মও অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনের তেমন কোন উদ্যোগ নেই। এর ফলে এই বিদ্যালয়ের হাজারখানেক ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সিলেট কিশোরীমোহন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বেগম মেহেরুন্নেসার বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার, অতিরিক্ত উন্নয়ন ফি আদায়ের চেষ্টা, বিভিন্ন সময় নানা অজুহাত দেখিয়ে চাঁদা গ্রহণ, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী দুপুরের দিকে একদল সশস্ত্র যুবক অনুমতি ছাড়া বিদ্যালয়ে ঢুকে একজন শিক্ষককে নাজেহাল করার চেষ্টা করলে বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তখন সশস্ত্র যুবকদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ প্রভৃতি অভিযোগ তুলে অবিলম্বে তাঁর অপসারণের দাবীতে ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন শুরু করে। ক্লাস বর্জন শুরুর পর পর ছাত্রীদের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। শিক্ষক নাজেহালের চেষ্টার ঘটনায় প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের ১৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাও ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে অবিরাম কর্মবিরতি পালনের কথা ঘোষণা করলে ওই দিন বিকেলে জেলা প্রশাসন শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে তাদের কর্মবিরতির কর্মসূচী আপাততঃ স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠে। পরবর্তী সময়ে কয়েক দফা আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করেন।

এ অবস্থায় ২২শে ফেব্রুয়ারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। তাঁরা সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যে বিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতির জন্যে জেলা প্রশাসন, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ ও প্রধান শিক্ষিকাকে দায়ী করেন। পরদিন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকেও একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এতে পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা পরিস্থিতির জন্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে দায়ী করে বক্তব্য রাখেন। ছাত্রীরাও ৪ঠা মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান শিক্ষিকাকে অপসারণ করা না হলে চূড়ান্ত কর্মসূচী ঘোষণা করার কথা জানায়। সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করেই ছাত্রীরা প্রধান শিক্ষিকার কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ছাত্রীদের আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে দু'জন অভিভাবক ও জেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এক পর্যায়ে অভিভাবকরা অভিযোগ করেন যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বার কয়েক জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেও আশানুরূপ কোন ফল পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে অভিভাবকদের মনে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। তাদের মতে, এ অবস্থার জন্যে জেলা প্রশাসনের অসহযোগিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী।

এদিকে প্রধান শিক্ষিকাকে কে বা কারা প্রায় প্রতিদিনই টেলিফোনে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে ও তাঁর বাসায় ইট-পাটকেল ছুড়ছে বলে জানিয়েছেন। এ কারণে তিনি এখন নিরাপত্তার তীব্র অভাব বোধ করছেন।

উল্লেখ্য, সিলেট কিশোরীমোহন বালিকা বিদ্যালয় এখনও বন্ধ এবং বন্ধ থাকার দরুনই এবার এস এস,সি পরীক্ষা কেন্দ্র অন্যস্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।